তারিখ ..2 . OCT 2016 ...
পৃঃ ... কলাম ... .

দৈনিক ইত্তেফাক

কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি ও পাঠ্যক্রম

মো. খায়রুল ইসলাম

বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষার নামে প্রধানত দুটি শিক্ষা পদ্ধতি চালু আছে। একটি সরকার নিয়ন্ত্রিত আলিয়া মাদ্রাসা, অপরটি সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে পরিচালিত কওমী মাদ্রাসা। কিন্তু কওমী মাদ্রাসার কোনো সরকারি স্বীকৃতি না থাকায় এ মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হাজার হাজার আলেম-ওলামা নানা সংকটে আছেন। স্বীকৃতির দাবিতে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলেও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের মতানৈক্যের কারণে স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়নি। সম্প্রতি সরকার কওমী মাদ্রাসাকে স্বীকৃতি দিতে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে। সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তাদের কারিকুলাম আংশিক সংশোধন করার লক্ষ্যে কিছু মতামত তুলে ধরা হলো। কওমী মাদ্রাসার সকল বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে প্রচলিত কারিকুলামের আংশিক সংশোধন এখন যুগের দাবি।

বাংলাদেশে বর্তমানে কওমী মাদ্রাসায় প্রচলিত শিক্ষা কারিকুলাম তৎকালীন পরাধীন ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনামলের প্রেক্ষাপটে প্রণীত। ভারতের পরাধীন মুসলমানদের ধর্মীয় জাগরণ ও সত্যিকার দ্বীনি এলেম অর্জনের লক্ষ্যে ভারতের বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে এটা চালু করা হয়। তৎকালীন ভারতের মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ কারিকুলাম তখন সময়োপযোগী ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর বৃহত্তর স্বার্থে এর সংশোধন এখন জরুরি।

স্বাধীন বাংলাদেশে এখনো অধিকাংশ কওমী মাদ্রাসার কোর্সসমূহে ফারসি ও উর্দু ভাষার প্রাধান্য রয়েছে। বাংলাদেশে এ ভাষার কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই। ফারসি সাহিত্যের জগৎখ্যাত দার্শনিক ও সূফি সাধকদের মূল্যবান গ্রন্থাদি এখনো পাঠ্যসূচিতে রাখা হয়েছে। এসব গ্রন্থ পাঠদান যদি নিতান্ত জরুরি হয়, তবে তা বাংলায় ভাষান্তর করে পাঠদানের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। কওমী মাদ্রাসার সর্ব স্তরে উর্দু এখনো শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম ও বাহন হয়ে আছে। দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠাকারী বুজুর্গগণ ও শিক্ষার্থীরাও উর্দু ভাষাভাষী ছিলেন। সঙ্গত কারণেই সকল কোর্স তখন উর্দুতে প্রণীত হয়েছিল। অথচ যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ নিজ নিজ কওমের কাছে মাতৃভাষায় দ্বীন প্রচারের জন্য প্রেরিত হন। সব আসমানী কিতাব নবী-রসূলদের মাতৃভাষায় অবতীর্ণ হয়। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। এ ভাষা আমাদের হৃদয়ের ভাষা। এ ভাষায় মনের আবেগ, সুখ-দুঃখ, ওয়াজ-নসিহত, দাওয়াত ও তাবলীগ যত সহজ ও কার্যকর, একটা বিদেশি ভাষায় তা কি এত সহজ? সারাজীবন উর্দু ভাষায় জ্ঞান চর্চাকারী সর্বজনস্বীকৃত বুজুর্গ হযরত হাফেজ্জী হুজুরকে দেখেছি, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়িয়ে বাংলায় বক্তৃতা দিতে। তিনি কত অসহায়। একটা বিদেশি ভাষা শিক্ষায় যে মেধা, প্রতিভা ও সময়ের অপচয় হয় তা বাংলা ভাষায় এলমেদ্বীন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলে একজন শিক্ষার্থী আরো তরক্কী করতে পারবে। সুতরাং মাদ্রাসার সকল স্তরের কিতাবাদি বিজ্ঞ ওলামাদের দ্বারা বোর্ড গঠন করে বাংলা ভাষায় ভাষান্তর করে পাঠদানের ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ইংরেজি এখন আন্তর্জাতিক ভাষা। কম্পিউটারের এ যুগে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্যপ্রযুক্তির চরম উন্নতির ফলে দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি গোষ্ঠী এখন প্রতিবেশীর মতো বসবাস করছে। মুসলমানরা ইসলামের একত্ববাদ, ধর্মীয় উন্নত জীবনাদর্শ, শিষ্টাচার, উদারতা ও মহানুভবতা উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিতে পারে। তা সম্ভব কেবল আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজির মাধ্যমে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেওয়ার জন্যও প্রয়োজন ইংরেজি ভাষাজ্ঞান। সুতরাং কওমী মাদ্রাসার সিলেবাসে দ্বীনি বিষয়ের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা সিলেবাসে ধর্মীয় বিষয়াদির পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়সমূহ যেমন: বাংলা, ইংরেজি, অংক, বিজ্ঞান ও ইতিহাস অন্তর্ভুক্তি এখন যুগের দাবি। অন্তত কাফিয়া পর্যন্ত এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। তাবলীগ জামাতের দ্বীনি মেহনতের ফলে ইংরেজি শিক্ষিত, বিত্তবান ও সমাজের উঁচু শ্রেণির মধ্যে দ্বীনি শিক্ষার আগ্রহ বাড়ছে। ফলে দেশে অসংখ্য কওমী মাদ্রাসা গড়ে উঠছে। এসব মাদ্রাসায় দেশ পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন হাজার হাজার প্রখর মেধাবী তরুণও ভর্তি হচ্ছে। এদের দ্বীনি এলেম ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষিত করে দেশ, জাতি ও ইসলামের বৃহত্তর খেদমতের উপযোগী করে তোলা যায়। দেশে এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকা দরকার, যা দ্বারা এমন লোক তৈরি হবে যারা মসজিদের ইমামতিও করতে পারেন, আবার সমাজের কর্ণধার হয়ে দেশ ও জাতির নেতৃত্বও দিতে পারেন। বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহ একই বোর্ড ও একই কারিকুলামের আওতায় আনয়ন জরুরি।

এ মাদ্রাসাগুলো অধিকাংশ আবাসিক হওয়ায় এখানে শিক্ষার্থীরা একদল দ্বীনদার আমলী আলেমের কঠোর নিয়ন্ত্রণে পরহেজগার ও হক্কানী আলেম হিসেবে গড়ে উঠছে। ফলে পরবর্তী জীবনে প্রতিকূল পরিবেশেও পথভ্রষ্ট হতে দেখা যায় না। আজকাল তাবলীগ জামাতের দ্বীনি পরিবেশের দ্বীনি মেহনতে অনেক ইংরেজি শিক্ষিত, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অফিসার ও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও অত্যন্ত দ্বীনদার ও পরহেজগার হয়ে উঠছে। সুতরাং কওমী মাদ্রাসায় ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করলেই শিক্ষার্থীরা বিপথগামী হয়ে যাবে, তা ঠিক নয়।

(এই লেখার মতামত লেখকের একান্ত নিজস্ব)

● লেখক : সাবেক মৎস্য কর্মকর্তা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ